27

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ বছরে ১২ জন বহিরাগত খুন

আনোয়ার আলদীন ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রাজধানীর নিরাপদ কিলিং গ্রাউন্ডে পরিণত হইয়াছে। গত পনর বছরে ক্যাম্পাসে ১২ জন বহিরাগত খুন হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ৩ জন নিহত হইয়াছে ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র ক্যাডার হিসাবে প্রতিপক্ষের সহিত সম্মুখ বন্দুক যুদ্ধে। এই যুদ্ধের ক্রসফায়ারে অসহায়ভাবে প্রাণ হারাইয়াছে ৪ জন, মহিলা সংক্রান্ত ঘটনায় ১ জন এবং

(২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

বহিরাগত খুন

(১ম পৃঃ পর)

প্রতিহিংসা পরায়ণতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার শিকার হইয়া ৪ জন বহিরাগত। এই হত্যাকাণ্ডগুলির নায়কদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। হত্যাকাণ্ডের পর প্রতিবারই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি করিয়া তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছে। কিন্তু সেই তদন্ত কমিটি কোনদিন আলোর মুখ দর্শন করে নাই। 'ধামাচাপা' পড়িয়া গিয়াছে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর উত্তপ্ত পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রথম-দিকে কয়েকদিন কিছুটা তৎপরতা দেখায়। পরে 'ক্যাম্পাস শান্ত পুলিশও শান্ত' এই ভূমিকা চলিয়া আসিতেছে।

ফলে 'কিলাররা' স্বাভাবিকভাবে কোন হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্যাম্পাসকেই নিরাপদ স্থান মনে করে।

ছাত্রলীগের বহিরাগত 'ক্যাডার' ইমাম হোসেন তনাই নিহত হওয়ার পূর্বে সর্বশেষ ১৯৯৬ সালে চারু-কলা ইন্সটিটিউটের অভ্যন্তরে রাতের আঁধারে খুন করা হয় অজ্ঞাতনামা জনৈক তরুণকে। চাঁদা-বাজি সংক্রান্ত ঘটনায় একদল সন্ত্রাসী ঐ তরুণকে চারুকলায় আনিয়া খুন করে। উহার পূর্বে ১৯৯১ সালে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয় বহিরাগত ক্যাম্পাস কাঁপানো 'ক্যাডার' মীর্জা গালিব ও লিটন। এই বন্দুক যুদ্ধ কালে ক্যাডারদের গুলী সরবরাহকারী দুই ছিন্নমূল টোকাই ক্রস ফায়ারে প্রাণ দেয়। ১৯৯০ সালে জহুরুল হক হলে খোকন নামে জনৈক বহিরাগত তরুণ মেয়েলি একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া খুন হয়। ৯২ সালে জহুরুল হক হলে গুলীতে নিহত হয় লাকু নামে ডাকসাইটে এক বহিরাগত 'ক্যাডার'। ১৯৯৫ সালে টিএসসির সম্মুখে ডাদের পাশে-প্রকাশ্য দিবালোকে 'রেন্ট-এ-কার' চালক দেওয়ানকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। ৪/৫ জন তরুণ বাহির হইতে তাহাকে ক্যাম্পাসে আনিয়া হত্যা করিয়া চলিয়া যায়। একই বছরে জিয়াউর রহমান হল এলাকা হইতে উদ্ধার করা হয় এক স্কুল ছাত্রের লাশ। ইহাছাড়া ১৯৮৭ সালে ছাত্রদল ও জাসদ ছাত্র লীগের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধকালে সূর্যসেন হলের পাশে একজন অজ্ঞাত পরিচয় রিক্সাওয়ালা নিহত হয়। ১৯৯১ সালে চারুকলা ইন্সটিটিউটের পুকুর পাড় হইতে একজন ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করা হয়। নগরীর একটি সন্ত্রাসী চক্র চাঁদাদিতে অপারগতা প্রকাশ করায় তাহাকে চারুকলায় আনিয়া হত্যা করিয়াছিল। সর্ব-শেষ গত বৃহস্পতিবার সকালে তনাইকেও চাঁদাবাজী সংক্রান্ত বিত-ণ্ডায় প্রতিপক্ষরা বিশ্ববিদ্যালয় এলা-কায় খুন করে।